সংবাদ

তারিখ 13 JUL 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ : প্রশ্নপত্র ফাঁস

২ জন রিমান্ডে : ২৮ লাখ টাকাসহ বিজি প্রেস কর্মচারী গ্রেফতার

প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে টাকাসহ বিজি প্রেসের কর্মচারী আ. জলিলকে আটক করে পুলিশ (ডানে) রংপুরে গ্রেফতারকৃত আবদুর রব ও খন্দকার মাহমুদ আলী -সংবাদ

শিরাকত আলী বাদল, রংপুর

সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত পিএসসির প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. আবদুর রউফ ও বিজি প্রেসের সহকারী পরিচালক খন্দকার মোহাম্মদ আলীকে দুই দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে ডিবি পুলিশ তাদের রংপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। ম্যাজিস্ট্রেট নিত্যানন্দ বর্মণ তাদের প্রত্যেককে দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত অপর হোতা আবদুল জলিল (৪০) নামে বিজি প্রেসের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তার কাছ থেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র বিক্রির নগদ ২৮ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশ বিজি প্রেস থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

রংপুরের পুলিশ সুপার সালেহ মো. তানভীর গতকাল সন্ধ্যায় তার কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের গ্রেফতার : পৃষ্ঠা : ১ ক : ৭

গ্রেফতার : কর্মচারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, পিএসসির প্রশাসনিক কর্মকর্তা রউফ ও বিজি প্রেসের সহকারী পরিচালক খন্দকার মোহাম্মদ আলী পরিকল্পিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে তা বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এবার সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে তারা প্রায় ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, এসব ঘটনার সঙ্গে পিএসসি ও বিজি প্রেসের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত রয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও জানান, বিজি প্রেসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভেতরে প্রবেশ করার সময় তাদের বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হয়। এজন্য বিজি প্রেস থেকে পোশাক সরবরাহ করা হয়। বিজি প্রেস থেকে সরবরাহকৃত পোশাকে কোন পকেট থাকে না; কিন্তু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ওই পোশাকে গোপনে কয়েকটি স্থানে পকেট তৈরি করে রাখে। ফলে তারা প্রশ্নপত্র গোপন পকেটের মাধ্যমে লুকিয়ে নিয়ে এসে বাইরে পাচার করে দেয়। তিনি বলেন, রংপুর থেকে পুলিশের একটি বিশেষ দল ঢাকায় পুলিশের সহায়তায় মূল হোতাসহ তাদের সহযোগীদের পাকড়াও করার জন্য অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এ পর্যন্ত এ ঘটনায় ২৬ মহিলাসহ ১৭১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গ্রেফতারকৃত কর্মচারী হামিদুল ও বিজি প্রেসের কর্মচারী মোস্তফা রিমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। ফলে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল এখন প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়ে অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বিসিএস পরীক্ষা থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন বিভাগে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ঘটনার অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুর রউফ এবং বিজি প্রেসের সহকারী পরিচালক মো. আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রিমান্ডে থাকা আসামিরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, বিসিএস পরীক্ষা থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন পিএসসির কয়েকজন কর্মকর্তা ও বিজি প্রেসের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শুধু বিজি প্রেসের ২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ঢাকাসহ নিজের এলাকায় বিশাল অট্টালিকা এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স করেছেন। পিএসসি ও বিজি প্রেসের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা হচ্ছেন এই চক্রের মূল হোতা। তাদের গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে আরও খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে।

এদিকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত বিজি প্রেসের কর্মচারী আ. জলিলকে (৪০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে প্রশ্নপত্র বিক্রির ২৮ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশ তাকে বিজি প্রেস থেকে গ্রেফতার করে।

শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত জলিল বিজি প্রেসের অফসেট শাখায় ফর্মা প্রুফ প্রেসম্যান হিসেবে কর্মরত। সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সে অন্যতম হোতা। প্রশ্নপত্র ফাঁস করে সে এরই ২৮ লাখ টাকা পায়। এসব টাকা তাকে গ্রেফতারের পর দেয়া তথ্য অনুযায়ী গতকাল উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং মোট কত টাকা লেনদেন হয়েছে এসব বিষয় জানতে জলিলকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী অপর হোতাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেফতারকৃত জলিলের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সদর থানার আনালের ছড়া গ্রামে। বাবার নাম মরহুম রহিম উদ্দিন।

উল্লেখ্য, গত ৮ জুলাই রংপুর শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র ভিন্ন জগতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২৫ মহিলাসহ ১৬০ জনকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করা হয় পরীক্ষার বিপুল পরিমাণ প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র, প্রবেশপত্র, ফটোস্ট্যাট মেশিন। এ সময় জব্দ করা হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাজে ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাস, ৩টি মোটরসাইকেল ও ১৮ লাখ টাকা। ভিন্ন জগতে ৯ জুলাই শুক্রবার রংপুরসহ সারাদেশে সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে পরীক্ষা দেয়ার মহড়া দেয়া হচ্ছিল।